দেশের সার পরিস্থিতি

১। সার ব্যবস্থাপনা ঃ

- সারের মুল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও সার্বিক সমন্বয় সাধনের জন্য মাননীয় শিক্ষা উপদেষ্টাকে আহবায়ক করে, মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা এবং মাননীয় শিল্প উপদেষ্টার সমন্বয়ে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠণ করা হয়েছে। এ কমিটি সকল প্রকার সারের উৎপাদন, আমদানি, চাহিদা ও মুল্যপরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং সরবরাহ ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা পুর্বক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে।

- জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি সারের মুল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতি, ডিলার নিয়োগ, সারের আগমনী নিশ্চিতকরণ, গুদাম পর্যবেক্ষণ ও সারের খুচরা মুল্য নির্ধারণ সহ জেলার সার্বিক সার ব্যবস্থাপনা তদারকি করে।

- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বৎসরের শুরুতে সারা দেশে সারের মাস ও উপজেলাভিত্তিক চাহিদা নিরুপন করে। বিসিআইসি উক্ত চাহিদা মোতাবেক আমদানি ও উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

২। গত তিন বছরের রাসায়নিক সারের **সরবরাহ** এবং ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের অনুমিত চাহিদা (লক্ষ মে. টন)

	প্রকৃত সরবরাহ			
	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮ (অনুমিত চাহিদা)
(ক) ইউরিয়া	২৫.২৩	২৪.৬১	২৫.২৭	২৮.১৮
(খ) টিএসপি	৪.২০	৪.৩৬	৩.৪০	৪.৭৬
(গ) ডিএপি	১.৭১	১.৩০	১.১৫	২.৫০
(ঘ) এমওপি	২.৬০	২.৯১	২.৩০	৪.০০

৩। ইউরিয়া সারের চাহিদার বিভাজন (২০০৭-০৮)ঃ

৬৪ টি জেলার চাহিদা ২৬ লক্ষ ৬৮ হাজার মে.টন , প্রাতিষ্ঠানিক চাহিদা ৭৫ হাজার মে. টন এবং আপদকালীন চাহিদা ৭৫ হাজার মে.টন, সর্বমোট ২৮ লক্ষ ১৮ হাজার মে. টন।

৪। ইউরিয়া আমদানী ও উৎপাদন লক্ষমাত্রা (২০০৭-০৮)ঃ

বিসিআইসির কারখানা সমুহের উৎপাদন ১৫.০০ লক্ষ মে.টন, কাফকো থেকে ৪.৫০ লক্ষ মে.টন এবং বহির্বিশ্ব থেকে ৯.০০ লক্ষ মে.টন ।

৫। ইউরিয়া সারের চাহিদা, সরবরাহ ও মজুদ পরিস্থিতির তুলনামুলক অবস্থান (২৭ অক্টোবর তারিখে)

(মেঃ টন)

নং	বিবরণ	২০০৭	২০০৬
১।	প্রারম্ভিক মজুদ(১জুলাই/০৭)	৪,১৫,৮২৬	৩,১২,০০০
২।	কাফকো থেকে আমদানী	১,৩৫,০৮০	৬৫,৭৯২
৩।	বহির্বিশ্ব থেকে আমদানী	১,৯৩,৫৩৩	১,২৯,৯৯৩
৪।	দেশে উৎপাদন	৪,৪৯,৭৮২	৫,৪৫,৬৪৫
৫।	সর্বমোট প্রাপ্যতা	১১,৯৮,২২১	১০,৫৩,৪৩০
৬।	জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত চাহিদা	৭,৬৪,৪৪৯	৭,৪০,১০৫
৭।	এ যাবৎ সরবরাহ	৭,৭১,৬৯৭	৭,৬৭,৬৯০
৮।	২৭ অক্টোবর তারিখে মজুদ স্থিতি	৪,২২,৫২৪	২,৮০,৫৮৫

৬। সার ব্যবস্থাপনায় গৃহীত অতিরিক্ত পদক্ষেপ ঃ

- আগষ্ট মাসে ১৩ টি জেলায় ১৬,৪০০ মে.টন, সেপ্টেম্বরে ১৫ টি জেলায় মোট ১৭,৪৯১ মে.টন সার এবং অক্টোবর মাসে ৪ টি জেলায় ১,৮০০ মে.টন সার প্রক্ষেপনের অতিরিক্ত অগ্রিম প্রদান করা হয়।
- অক্টোবর মাসে ৭টি জেলার উদ্বৃত্ত সার অপর সাতটি জেলায় অতিরিক্ত বরাদ্দ হিসেবে তাৎক্ষণিকভাবে ৭২৮২ মে.টন সার সমন্বয় করা হয়।
- প্রয়োজনে শিল্প ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে চাহিদার ভিত্তিতে অতিরিক্ত সার সরবরাহ করা হয়।
- সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলিতে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা সরেজমিনে মাঠ পরিস্থিতি মনিটরিং করেছে।
- চাহিদা ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে নোয়াখালী, কুমিল্লা, পটুয়াখালী, ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়া, টাঙ্গাইল জেলায় বাফার গুদাম স্থাপন হচ্ছে। এ ৬ টি গুদাম বর্তমানের ২১ টি বাফার গুদামের অতিরিক্ত।
- প্রয়োজনে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি জেলার ভিতরে উপজেলার মধ্যে সার সরবরাহ সমন্বয় করতে পারে।

৭। মনিটরিং সেলঃ

- কৃষি মন্ত্রণালয়ে জানুয়ারী/২০০৭ মাস হতে ইউরিয়া সারের সুষ্ঠু বিতরণ ও সরবরাহের তদারকির জন্য একটি মনিটরিং সেল খোলা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয়েও অনুরুপ একটি সেল কাজ করছে।
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা সহ মোট ২২ জন কর্মকর্তা ৬৪ টি জেলার মনিটরিংয়ের দায়িত্ব পালন করছেন এবং প্রতিদিন সকল জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহ করেন। এ তথ্য মনিটরিং কক্ষ থেকে প্রকাশিত দৈনিক প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়।
- মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে (www.moa.gov.bd) সার সরবরাহ, জেলাওয়ারী মজুদের স্থিতি এবং ট্রানজিটে সারের পরিমাণ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়, যা Urea Fertilizer Daily Reporঃ ২০০৭ লিংকে পাওয়া যায়।
- প্রাপ্ত তথ্যাদি তাৎক্ষণিকভাবে মনিটরিং সেলে স্থাপিত বোর্ডে জেলাওয়ারী ভিত্তিতে প্রদর্শন করা হয়।
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ীতে আরও একটি মনিটরিং কক্ষ খুলে সার্বক্ষণিকভাবে সার বিতরণ কার্যক্রম মনিটরিং করছে এবং বিসিআইসিতেও একটি মনিটরিং সেল কাজ করছে।

৮। ইউরিয়া সারের উৎপাদন, বিক্রয় ও ভর্তুকি মুল্যঃ

(ক) স্থানীয় উৎপদিত	প্রতি টনে	৫০ কেজির বস্তা	প্রতি কেজি
উৎপাদান খরচ	৭,২০০ টাকা	৩৬০ টাকা	৭.২০ টাকা
বিক্রয় মুল্য	৪,৮০০ টাকা	২৪০ টাকা	৪.৮০ টাকা
ভর্তুকির পরিমাণ	২,৪০০ টাকা	১২০ টাকা	**২.৪০ টাকা**
(খ) আমদানিকৃত			
আমদানি খরচ	৩১,০০০ টাকা	১৫৫০ টাকা	৩১.০০ টাকা
বিক্রয় মুল্য	৫,৩০০ টাকা	২৬৫ টাকা	৫.৩০ টাকা
ভর্তুকির পরিমাণ	২৫,৭০০ টাকা	১২৮৫ টাকা	**২৫.৭০ টাকা**

৯। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে প্রাক্কলিত ট্রেড গ্যাপ/ ভতুর্কির পরিমাণঃ

(ক) ইউরিয়া	৩,১২০ কোটি টাকা
(খ) টিএসপি, ডিএপি ও এমওপি	৪৮৬ কোটি টাকা
সর্বমোটঃ	৩৬০৬ কোটি টাকা

১০। বেসরকারীখাতে টিএসপি ও এমওপি সারের আমদানী লক্ষ্যমাত্রা ও মজুদ পরিস্থিতিঃ

	টিএসপি	এমওপি
(ক) প্রারম্ভিক মজুদ ঃ (মজুদ যাচাইয়ের পর)	৫৪,৭৪০ মে.টন	১৮০৬০ মে.টন
(খ) এ পর্যন্ত আমদানীঃ	৩৯,০৯৩ মে.টন	১,২৯,৫৩৬ মে.টন
মোটঃ	৯৩,৮৩৩ মে.টন	১,৪৭,৫৯৬ মে.টন
(গ) ২০০৭-০৮ এ আমদানী লক্ষ্যমাত্রা	২,৬০,০০০ মে.টন	৩,০০,০০০ মে.টন

এখন সারের চাহিদা পিকের তুলানায় কম এবং মজুদও প্রয়োজনের তুলনায় বেশী আছে। আসন্ন পিক মৌসুমে সার মজুদ ও বিতরণ বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয় প্রতি সপ্তাহে প্রেস ব্রিফিং এর ব্যবস্থা করবে। সারের জেলাওয়ারী চাহিদা, সরবরাহ ও বিতরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন (৩১/১০/২০০৭ তারিখের) এ সাথে সংযোজন করা হলো।

---

* ০১-১১-২০০৭ তারিখ পর্যন্ত হালনাগাদ